দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ২৪ ... কলাম ... ১-৬ ...

কেন্দুয়ায় ১৯ আনন্দ স্কুলের বরাদ্দ বন্ধ হতাশায় শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা

■ কেন্দুয়া (নেত্রকোনা) সংবাদদাতা

ঝরে পড়া শিশুদের পাঠদানের লক্ষ্যে রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক ফেইজ-২) প্রকল্পের আওতায় চলমান জেলায় কেন্দুয়া উপজেলার ১৯টি আনন্দ স্কুলের শিক্ষকদের বেতন ভাতা ও শিক্ষার্থীদের উপ-বৃত্তি, উপকরণ ও পোশাকের অর্থসহ যাবতীয় বরাদ্দ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে। স্কুলগুলো চলমান থাকা সত্ত্বেও ভাতা ও বরাদ্দকৃত অর্থ না পাওয়ায় শিক্ষকদের মধ্যে চরম হতাশা বিরাজ করছে। এছাড়া ১৯টি স্কুলের প্রায় পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এদিকে ভাতা ও বরাদ্দ না পেয়ে ওইসব স্কুলের শিক্ষক বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে জানালে স্কুলগুলোর ভাতা ও বরাদ্দ ছাড়ের জন্য নির্বাহী কর্মকর্তা রস্কের প্রকল্প পরিচালক বরাবর চিঠি পাঠিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক ফেইজ-২) প্রকল্পের আওতায় ২০১৪ সালে কেন্দুয়া উপজেলায় প্রায় শতাধিক আনন্দ স্কুল স্থাপন করা হয়। এর মধ্যে পাঠদান কার্যক্রম চালু থাকার পরও কোনো কারণ ছাড়াই কাশীপুর, চিটুয়া নওপাড়া, উত্তরাটী, চাট্টা, জুড়াইল দক্ষিণপাড়া, দলপা, আমতলী, ফতেপুর, হাঁসকান্দা, বাগপাড়া, জায়েরকোনা, বড়তলা দক্ষিণ, নিলাম্বরখিলা পশ্চিমপাড়া, কান্দিপাড়া, মজলিশপুর, পূর্বাইল, ধনিয়াগাঁও, সাউদপাড়া ও ডুপিচান্দালিসহ ১৯টি আনন্দ স্কুলের ভাতা ও যাবতীয় বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এতে চরম হতাশায় পড়ে যান ওইসব স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী।

মজলিশপুর আনন্দ স্কুল ও উত্তরাটী আনন্দ স্কুলের শিক্ষক আলপনা রানী ও রোকসানা আক্তার বলেন, 'আমরা নিয়মিতভাবে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছি। শিক্ষার্থীও আছে। তবুও কেন আমাদের স্কুলের ভাতা ও বরাদ্দ বন্ধ রয়েছে তা আমাদের জানা নেই। আমাদের দাবী অসহায় দরিদ্র শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে হলেও স্কুলগুলোর ভাতা ও বরাদ্দ ছাড় দেওয়া হোক'।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ মুতাসিমুল ইসলাম বলেন, 'আমরাও খোঁজ-খবর নিয়ে দেখেছি স্কুলগুলো চালু আছে। তাই স্কুলগুলোর ভাতা ও বরাদ্দ ছাড়করণের জন্য রস্কের প্রকল্প পরিচালক বরাবর চিঠি দিয়েছি'।